মুখবন্ধ

(RREFACE)

ভারতবর্ষে প্রথম প্রাচীন কাল থেকে বসবাসকারী সম্প্রদায় হল আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়। সমগ্র ভারতে ৭০০ টির বেশি আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। সারা বিশ্বে মোট ভাষার ৬০ শতাংশ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ তাঁদের নিজেদের ভাষায় কথা বলেন। বিশ্বে বিভিন্ন দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করেন, যেমন- আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, চীন প্রভৃতি। ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষজন বসবাস করেন, যেমন- মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি। ২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ আদিবাসী জনসংখ্যা। ভারতে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষজন এখনও পর্যন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও ভারতের রাজ্যগুলিতে এরা দরিদ্রদের মধ্যেও এরা দরিদ্র। আদিবাসীরা সংবিধানে 'ট্রাইব' বা 'ট্রাইবাল' নামে পরিচিত। তবে প্রাচীন কাল থেকেই আদিবাসীরা নিজেদেরকে 'হড়' এবং 'আদিবাসী' বলেই পরিচয় দিয়েছেন। আদিবাসীরা নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, প্রথা, ওষধি দেশীয় জ্ঞান প্রভৃতিকে বংশপরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মকে প্রদান করে এখনও পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছেন।

২০১১ সালে আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪০ টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। এর মধ্যে ৩ টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী হল বিরহড়, লোধা এবং টোটো যারা Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) হিসাবে চিহ্নিত। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বেশির ভাগ জেলায়

বিরহড়রা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করেন, তবে বেশির ভাগ বিরহড় গোষ্ঠীর মানুষরা রয়েছেন পুরুলিয়া জেলায়। বিরহড় শব্দটি দুইটি শব্দ থেকে এসেছে, 'বির' শব্দের অর্থ হল 'জঙ্গল' বা 'Jungle' এবং 'হড়' শব্দের অর্থ হল 'মানুষ' বা 'Human' অর্থাৎ বিরহড় শব্দের অর্থ হল 'জঙ্গলের মানুষ' (Human of Jungle) বা 'জঙ্গলের রাজা' (King of Jungle)। বিরহড়রা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বিহার রাজ্যে Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) হিসাবে চিহ্নিত। বিরহড় জনগোষ্ঠীর মানুষরা পাহাড়, গভীর জঙ্গলে, নদীর ধারে এবং পাহাড়ের শিরায় বসবাস করতেন। প্রাচীন কাল থেকেই বিরহড়দের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, প্রথা, রীতিনীতি, বাদ্যযন্ত্র, প্রকৃতির প্রতি ধর্মীয় বিশ্বাস, উৎসব, পরব প্রভৃতি রয়েছে। তাঁদের অর্থনীতি হল জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ, মধু, মোম, শাল পাতা, দড়ি তৈরির জন্য চিহরলতা সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে। পূর্বে বিরহড়দের স্থায়ী কোনো ঘরবাড়ি ছিল না, তাদের জীবনযাত্রা যাযাবর গোষ্ঠীর মতো ছিল, তাই জঙ্গলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন ও গাছের পাতা লতা দিয়ে ঝুপড়ি বা ছাওনি বানিয়ে স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করতেন। অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীদের মতো বিরহড়রা বিভিন্ন উৎসব, পরব পালন করেন, যেমন- বাহা, কারাম, সহরায়, মাঘসিম, সেন্দ্রা, ছাতা, পাতা প্রভৃতি। বিরহড় আদিবাসীরা বিভিন্ন উৎসব এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন, যেমন- মাদল, ধামসা, ল্যাগড়া, কাঁসর, বানাম, বাঁশি প্রভৃতি। বিরহড়দের ধর্মীয় বিশ্বাস বলতে তাঁরা প্রকৃতিকেই সর্বচ্চ ঈশ্বর 'মারাং বুরু' কে বিশ্বাস এবং পূজা করেন। তাই আদিবাসীরা পাহাড়, জঙ্গল, নদী, সূর্য, চাঁদ, মাতৃভূমি জাহের আয়ঃ প্রভৃতিকে পূজা করেন। অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষরা তাঁদের মৃত দেহকে শ্মশানে পোড়ালেও বিরহড় গোষ্ঠীর মানুষরা তাঁদের মৃতদেহকে কবর বা সমাধি দেয়। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিরহড়রা তাদের চিরাচরিত দেশীয় জ্ঞান ব্যবহার করে তাঁদের

সমাজ-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ভাণ্ডারকে টিকিয়ে রেখেছেন। তাঁদের দেশীয় জ্ঞানের ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতিকে স্থিতিশীল উন্নয়নে সহযোগিতা করেছেন ও জল, জঙ্গল, পাহাড়কে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং রাখছেন। বিরহড়দের গ্রামে এখনও পর্যন্ত উচ্চবিদ্যালয় নেয়। প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চপ্রাথমিক স্কুল শিক্ষা শেষ করে উচ্চমাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য ১০ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তবে পুরুলিয়া জেলার বিরহড় শিশুরা চতুর্থ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে তাঁরা স্কুল ছুট হচ্ছে। খুবই কম সংখ্যক বিরহড় ছাত্র-ছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছে। তবে বর্তমানে একটি মেয়ে (বাড়েরিয়া গ্রাম) ঝাড়খণ্ড রাজ্যের একটি কলেজে লেখাপড়া করছে। ২০২৫ সালে এই প্রথম বার একসাথে ৪ জন বিরহড় ছাত্রী (বাঘমুণ্ডি ব্লকের অধীনে) মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে বর্তমানে বিরহড় গ্রামগুলিতে নিজেদের ভাষায় এবং 'অলচিকি' এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত আগ্রহে বিরহড়, সাঁওতাল এবং মুড়া শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা PVTG এবং BCW Fund থেকে বিরহড়দের জন্য (ভূপতিপল্লী, বাড়েরিয়া, বেড়সা, ডাকাই গ্রাম) আবাস যোজনা অর্থাৎ বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে এবং পুরুলিয়ায় জলের সমস্যার কারণে কিছু গ্রামে জলের ট্যাঙ্ক, নলকূপ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গবেষক সমগ্র গবেষণার কার্যটি মোট ৭ টি অধ্যায়ে সম্পন্ন করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও ভূমিকা, আদিবাসী জীবনের প্রেক্ষাপট, আদিবাসীদের শ্রেণিবিভাগ, আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার এবং উন্নয়ন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির সুপারিশ, পুরুলিয়া জেলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, পুরুলিয়া জেলার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট, পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ইত্যাদি রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষক গবেষণার বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য সমূহের পর্যালোচনা করেছেন, জ্ঞানের ঘাটতি, গবেষণার প্রশ্ন, উদ্দেশ্য সমূহ, গবেষণার সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষক গবেষণার পদ্ধতি অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এছাড়া পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি, বলরামপুর এবং ঝালদা-১ ব্লকের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট এবং চারটি গ্রাম ভূপতিপল্লী, বাড়েরিয়া, বেড়সা, ডাকাই গ্রামের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষক বিরহড়দের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং আলোচনা করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষক গবেষণার বিরহড় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, জীবন চর্চা, সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, বিবাহ পদ্ধতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, গোত্র, শিকার পদ্ধতি, উৎসব অনুষ্ঠান, মৃতদেহ সৎকার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষক গবেষণায় ভারতে আদিবাসী গোষ্ঠীর দেশীয় জ্ঞান এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এই অধ্যায়ে পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানের ভূমিকা, আদিবাসীদের বিভিন্ন চিরাচরিত জ্ঞানের মাধ্যমে কি ভাবে স্থিতিশীল উন্নয়নে অবদান রেখেছেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে গবেষক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলকে বিশ্লেষণ করেছেন, আলোচনা, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য, পরবর্তী গবেষণার সুযোগ, গবেষণার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

গবেষক এই গবেষণায় বিরহড়দের জীবনযাত্রা এবং ভারতে আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে অবদান সম্পর্কে জানার জন্য পুরুলিয়া জেলায় তিনটি ব্লকের অধীনে চারটি অধ্যুষিত গ্রামের বিরহড় আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

সুতরাং গবেষক এই গবেষণায় বিরহড়দের জীবনযাত্রা এবং আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেশের স্থিতিশীল উন্নয়নে অবদান সম্পর্কে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছেন।